ঢাকার-১৩ আসনে আওয়ামী প্রার্থীরা

রাজধানী ঢাকার একটি আসনেও আওয়ামী লীগ গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেনি। আগামী নির্বাচনের জন্য তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দলীয় প্রার্থীদের আগাম মনোনয়ন দিয়ে মাঠে নিজেদের অবস্থান সুস্পষ্ট করছেন। অবশ্য বিকল্প শক্তির সঙ্গে জোটবদ্ধ নির্বাচন হলে পাল্টে যাবে অনেক চিত্র। আওয়ামী প্রার্থীরা তা মেনে নিয়েই কাজ করবেন ...লিখেছেন খোন্দকার তাজউদ্দিন

ঢাকা-১ (দোহার) : ঢাকা-১ আসনটি বর্তমান চারদলীয় ঐক্যজোটের ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার দখলে। ১৯৯১, ১৯৯৬, ও ২০০১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হন। ২০০১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সালমান এফ রহমানকে দুই হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। সালমান সমর্থকদের দাবি, জোর করে বিজয় হাইজ্যাক করা হয়েছিল। যার প্রমাণ হিসেবে নদী ও পুকুর থেকে ব্যালট বাক্স উদ্ধারের কথা উল্লেখ করা হয়। এবারও এ আসনে আগাম মনোনয়ন পেয়েছেন সালমান এফ রহমান। তিনি কাজ ও শুরু করেছেন। সন্ত্রাসী লালনও দুর্নীতির কারণে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার ইমেজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে আসনটি উদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগ সব ধরনের চেষ্টা করছে। চাচা-ভাতিজার জমজমাট লড়াই হবে এ আসনে।

ঢাকা-২ (নবাবগঞ্জ) : এ আসনে এবারও মনোনয়ন পেয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূর আলী। বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন হতে পারে। ২০০১-এর নির্বাচনে নূর আলী মাত্র ২৫৪০ ভোটে পরাজিত হন। আওয়ামী লীগ এবার দলীয় কোন্দল অনেকটাই নিরসন করে নূর আলীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচার অভিযানে নামছে।

ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ) : ঢাকার এ আসন ১৯৯১ সাল থেকে বিএনপি দখলে রেখেছে। আওয়ামী লীগ একাধিকবার প্রার্থী বদল করেও সফল হতে পারেনি। আওয়ামী লীগ এবারেও গতবারের প্রার্থী বিশিষ্ট শিল্পপতি নসরুল হামিদ বিপুকে মনোনয়ন দিয়েছে। বিএনপির নির্ধারিত প্রার্থী আমানউল্লাহ আমানের সঙ্গে তার লড়তে হবে। কেরানীগঞ্জ সন্ত্রাসী, অস্ত্রবাজ ও মাদক ব্যবসায়ীদের অভয়ারণ্য হওয়ায় আমানউল্লাহ তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বিষয়টি মাথায় রেখে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য বৃহত্তর জোট হলে আওয়ামী লীগ আসনটি ছেড়ে দেবে।

ঢাকা-৪ (ডেমরা-শ্যামপুর) : সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে আবারও মনোনয়নের গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন হাবিবুর রহমান মোল্লা। এ আসনটিতে '৯১ সালে বিএনপি, ৯৬ সালে আওয়ামী লীগ এবং ২০০১ সালে চারদলীয় জোট বিজয়ী হয়েছে। বিএনপির বর্তমান এমপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির নানা অভিযোগের কারণে তার ইমেজ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে তার মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ায় তিনি কর্মতৎপরতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। দলীয় গ্রুপিংয়ের কারণে জননেত্রী শেখ হাসিনা এ আসনে প্রার্থী হতে পারেন। শেষ মুহূর্তে জোট হলে অবশ্য আওয়ামী লীগ আসনটি গণফোরাম সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিককে ছেড়ে দিতে পারে বলে দলীয় সূত্র থেকে জানা গেছে।

শেখ হাসিনা

ঢাকা-৫ (ক্যান্টনমেন্ট-গুলশান-উত্তরা) : এ আসনটি '৯১ সালে বিএনপি, '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ এবং ২০০১ সালে জোট প্রার্থী বিজয়ী হন। বিএনপির প্রার্থী মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম ৪৪ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী একেএম রহমতউল্লাহকে। আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসেবে একেএম রহমত উল্লাহকে আবারও মনোনয়ন দিয়েছে।

ঢাকা-৬ (খিলগাঁও-সবুজবাগ-মতিঝিল) : ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এ আসনে এবারও আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন বিরোধীদলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী। গতবার বিএনপির মির্জা আব্বাস ৩৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। সদালাপী মিষ্টভাষী সাবের হোসেন চৌধুরী নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই কাজ করে যাচ্ছেন-বিরোধী দলের নির্যাতিত কর্মীদের পাশে থাকা এবং একাধিকবার গ্রেপ্তার হওয়ায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আলাদা ইমেজ গড়ে তুলেছেন। ফলে বিএনপির মির্জা আব্বাসের সঙ্গে তার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

ঢাকা-৭ (সূত্রাপুর- কোতোয়ালি) : এ আসনটি দীর্ঘদিন দখলে রেখেছেন বিএনপি নেতা, ঢাকার বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা। আওয়ামী লীগ বার বার প্রার্থী বদল করেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন

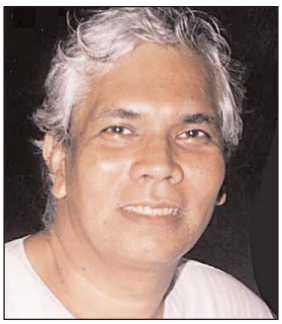

সালমান এফ রহমান

সাবের হোসেন চৌধুরী

নসরুল হামিদ বিপু

করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবার অনেক আগেই প্রার্থী নির্বাচন করেছেন। দলীয় গ্রিন সিগন্যাল নিয়ে মাঠে কাজ করে যাচ্ছেন ২০০১-এর নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সাঈদ খোকন। তরুণ প্রার্থী হিসেবে নিজেকে অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছেন।

সাদেক হোসেন খোকা মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। পুরান ঢাকায় ড্রেনেজ সমস্যা, ব্যবসায়ীদের ওপর চাঁদাবাজদের নির্যাতন প্রতিরোধ গড়ে তোলায় সাঈদ খোকনের জন্য বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে এ আসনটি আওয়ামী লীগ উদ্ধার করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিকল্প ধারার জোট হলে আসনটি শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রার্থী হবেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

ঢাকা- ৮ (লালবাগ-হাজারীবাগ-কামরাঙ্গীর চর) : ঢাকার এ আসনটি '৯১ সালে বিএনপি, '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ এবং ২০০১ সালে জোট প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে হাজী মোঃ সেলিমের নাম ঘোষণা করেছে।

বিএনপির বর্তমান এমপি নাসির উদ্দিন পিন্টু এবং হাজী মোঃ সেলিম উভয়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী লালনের অভিযোগ রয়েছে। ২০০১-এর নির্বাচনে পিন্টু মাত্র এক হাজার ভোটে জয়ী হন।

ঢাকা-৯ (ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর) : এ আসনে আওয়ামী লীগ এবার নতুন প্রার্থী মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে। ইতিমধ্যে দলীয় সভানেত্রীর গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ । তিনি কাজও শুরু করেছেন। সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত হাজী মকবুল হোসেনকে বাদ দেয়ায় বিএনপির অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিনের সঙ্গে ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদের জমজমাট লড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রোকন উদ্দিন মাহমুদ

হাবিবুর রহমান মোল্লা

কামাল আহমেদ মজুমদার

হাজী মোহাম্মদ সেলিম

সাঈদ খোকন

মুরাদ জং

ঢাকা-১০ (তেজগাঁও-রমনা): এ আসনটি আওয়ামী লীগ জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করলে বিকল্প ধারা মহাসচিব মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নানকে ছেড়ে দিতে পারে। আর দলীয় নির্বাচন করলে প্রার্থী হতে পারেন ঢাকার সাবেক মেয়র মোঃ হানিফ। আসনটি নিয়ে আওয়ামী লীগ এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

ঢাকা-১১ (মিরপুর-পল্লবী-কাফরুল) : ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ আসনটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে সাবেক এমপি কামাল আহমেদ মজুমদারকে।

'৯১ সালে বিএনপি, '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ এবং ২০০১ সালে বিএনপি এ আসনটি লাভ করে। বিএনপি'র বর্তমান সাংসদের বিরুদ্ধে ভূমি দখল, চাঁদাবাজ লালন, স্কুল দখলসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। আসনটি উদ্ধার করার জন্য আওয়ামী লীগ কৌশলগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কামাল মজুমদারও সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্ত নন। গণফোরামের সঙ্গে ঐক্য হলে আসনটি ড. কামাল হোসেনকে ছেড়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগ।

ঢাকা-১২ (সাভার) : এ আসনে আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিন ধরে কোনো সাফল্য নেই। '৭০ ও '৭৩ সালে আনোয়ার জং এবং ৮৬ সালে খান মজলিস আওয়ামী লীগের সাংসদ ছিলেন। আসনটি উদ্ধারের জন্য আমেরিকা থেকে ডেকে আনা হয়েছিল মরহুম আনোয়ার জংয়ের ছেলে তালুকদার তৌহিদ জং মুরাদকে। তিনি ২০০১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে পরাজিত হলেও আওয়ামী লীগের ভোট বাড়িয়েছিলেন প্রায় ৬০ হাজারের মতো। যে কারণে এবারও তাকেই প্রার্থী করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিএনপির প্রভাবশালী নেতা করিম দলবলসহ মুরাদ জংয়ের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ায় এ আসনে তীব্র লড়াই হবে। আনোয়ার জংয়ের সন্তান হিসেবে তিনি এলাকায় আলাদা ইমেজ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

ঢাকা-১৩ (ধামরাই) : বিএনপির সুরক্ষিত দুর্গ বলে চিহ্নিত। আওয়ামী লীগ থেকে এবারও মনোনয়ন পেয়েছেন গতবারের পরাজিত প্রার্থী বেনজির আহমেদ। তিনি বিএনপির ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খানের সঙ্গে লড়াই করবেন। আসনটি উদ্ধার করার নানামুখী চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার-১৩টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিলেও বৃহত্তর জোটের স্বার্থে ঢাকার ৫টি আসনে পরিবর্তন আসতে পারে বলে সকল প্রার্থীকেই জানিয়ে দিয়েছেন। প্রার্থীরা প্রাথমিক মনোনয়ন পেলেও জোটের স্বার্থে আসন ছেড়ে দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি রাখতে বলা হয়েছে। দলের মনোনয়ন এবং জোটের প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এমপি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা ৩০০ আসনে গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্বাচনী এলাকার সর্বশেষ চিত্র জানার চেষ্টা করছি। দলের মনোনয়ন দেবে মনোনয়ন বোর্ড। যার সর্বোচ্চ ক্ষমতা জননেত্রী শেখ হাসিনার। তবে বৃহত্তর জোটের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে যা যা করার দরকার আমরা তা করব ইনশাআল্লাহ।'

জোট হলে যেসব প্রার্থী মনোনয়ন পাবেন

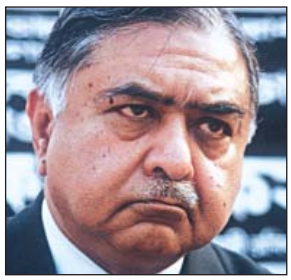
ড. কামার হোসেন
ঢাকা-১১

এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী
ঢাকা-৭

মেজর (অব:) আবদুল মান্নান
ঢাকা-১০

মোস্তফা মহসিন মন্টু
ঢাকা-৩